গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

অতিরিক্ত সচিব , শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

এবং

মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১ জুলাই, ২০১৮, ৩০ জুন, ২০১৯

সূচিপত্র

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

উপক্রমণিকা

কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

সেকশন ১ : রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমুহ এবং কার্যাবলি

সেকশন ২ : বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)

সেকশন ৩ : কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

সংযোজনী ১ : শব্দসংক্ষেপ

সংযোজনী ২ : কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী এবং পরিমাপ পদ্ধতি

সংযোজনী ৩ : কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ের অন্যান্য কার্যালয়ের নিকট সুনির্দিষ্ট চাহিদা।

শ্রম অধিদপ্তরের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
(Overview of the Performance of the Ministry/Division)

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ

সাম্প্রতিক বছরসূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ : ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রমের আওতায় বিগত ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ তিন অর্থ বছরে ৭২৫টি ট্রেড ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন প্রদান করা হয়েছে এবং নির্বাচনের মাধ্যমে ২৯টি প্রতিষ্ঠানে সিবিএ (যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি) নির্ধারণ করা হয়েছে। সালিশী কার্যক্রমের মাধ্যমে ২১৭টি শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। ০৪টি শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন কর্তৃক বিগত তিন অর্থ বছরে ৩১৮টি কোর্স পরিচালনার মাধ্যমে ১০১৬০ জন ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ, সাধারণ শ্রমিক, ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের শ্রম প্রশাসন, শ্রম আইন, শ্রমমান, শ্রমকল্যাণ, মানবীয় সম্পর্ক, সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২৯টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ৩৫৫টি শ্রমিক শিক্ষা কোর্স পরিচালনা করে ১২৪২৫ জন শ্রমিককে শ্রম আইন, শ্রম স্বাস্থ্য খাদ্য ও পুষ্টি, প্রজনন স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, পারিবারিক বাজেট প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২৯টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে বিগত তিন অর্থ বছরে বিনামূল্যে ১৯৫৫০০ জনকে স্বাস্থ্য সেবা, ১০৩৩৬০ জনকে পরিবার পরিকল্পনা পরামর্শ ও সেবা এবং ৪৭০৪৫০ জনকে চিত্তবিনোদন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

সমস্যা

* ৬টি বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, ৯টি আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর এবং ৩২টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে দেশের বিপুল সংখ্যক ফরমাল ও ইনফরমাল সেক্টরের শ্রমিকদের সেবা প্রদান;
* যানবাহনের অপ্রতুলতা; এবং
* শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রগুলো পুরনো ও জরাজীর্ন ভবনে অবস্থিত।

চ্যালেঞ্জসমূহ

* শ্রমজীবী মানুষের জন্য কর্মোপযোগি পরিবেশ সৃষ্টি;
* শ্রমিকের শিল্প সম্পর্কিত অধিকার নিশ্চিতকরণ;
* প্রশিক্ষনের মাধ্যমে দক্ষ শ্রমশক্তি গড়ে তোলা; এবং
* শ্রমিক কল্যানের পরিধি বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সকল শিল্প কারখানায় বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ ও বাংলাশে শ্রম বিধিমালা ১০১৫ এর শ্রম অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট ধারা ও বিধিসমূহ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা, বিদ্যমান শ্রম কল্যান কেন্দ্রগুলোকে শ্রমিকদের যথাযথ সেবা প্রদানের জন্য উন্নয়ন সাধন , প্রশিক্ষনের মাধ্যমে শ্রমিকদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি অনলাইন রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রমকে গতিশীল করা।

২০১৮-১৯ অর্থ বছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ :

* ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন কার্যক্রম অনলাইনে শতভাগ সম্পাদন;
* শ্রমজীবী মহিলাদের আবাসন সুবিধা প্রদানের জন্য ০২টি ডরমিটরি নির্মান;
* শ্রমজীবীদের পেশাগত রোগের চিকিৎসার জন্য পিপিপি এর আওতায় ০১টি বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মান;
* শিল্প সর্ম্পক শিক্ষায়তন, টংগী, গাজিপুর আধুনিকায়ন;

* ৫০০০০ জন শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য, ৩৩০০০ জন শ্রমিককে পরিবার পরিকল্পনা এবং ১১৬৫০০ শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের চিত্ত বিনোদন সেবা প্রদান;
* বাংলাদেশ শ্রম আইন প্রতিপালনে কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের মালিক ও শ্রমিকদের উদ্বুদ্ধকরণ;
* ১১০০ শ্রমিককে প্রশিক্ষণ প্রদান ;
* ৩৫০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান;
* ৩২০টি শিল্প কারখানায় অংশগ্রহণকারী কমিটি গঠন ; এবং
* সকল শিল্প কারখানায় মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে যাতে শ্রম বিরোধ দেখা না দেয় সে বিষয়ে আগাম যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ।

উপক্রমণিকা (Preamble)

সরকারি দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে। অতিরিক্ত সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

এবং

মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), শ্রম অধিদপ্তর এর ..... মধ্যে ২০১৮ সালের .....০৬..... মাসের .....২৮..... তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হ'ল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন।

সেকশন -১

রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ, প্রধান কার্যাবলি

১.১ ঃ রূপকল্প

শ্রমিক মালিকের মধ্যকার সর্ম্পক উন্নয়ন এবং শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিতকরণ।

১.২ অভিলক্ষ্য

শিল্প প্রতিষ্ঠানে শান্তিপূর্ণ শিল্প সম্পর্ক বজায় রাখা এবং দক্ষ শ্রমশক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১.৩.১. দপ্তরের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন এবং শ্রমিকদের কল্যাণ জোরদার করা।

২. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ শ্রমশক্তি সৃষ্টি ও শ্রম অধিকার বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি।

১.৩.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. দক্ষতার সংগে বার্ষিক কর্মসম্পদন চুক্তি বাস্তবায়ন

২. উদ্ভাবন ও অভিযোগ প্রতিকারের মাধ্যমে সেবার মানোন্নয়ন

৩. প্রশাসনিক সংস্কার ও নৈতিকতার উন্নয়ন

৪. তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন

৫. আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

১.৪ প্রধান কার্যাবলি

১. ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন, শিল্প ও শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তি, সংশ্লিষ্ট সেক্টরে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন;

২. শ্রম আইন ও শ্রম বিধিমালার সংশ্লিষ্ট ধারা ও বিধিমালা প্রয়োগ;

৩. দক্ষ শ্রমশক্তি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আই.এল.ও সহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে কাজ করা ;

৪. শ্রমিকদের শিক্ষা, কল্যাণ সাধন ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধান;

৫. শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও চিত্তবিনোদন সুবিধা প্রদান;

৬. সিবিএ নির্বাচন পরিচালনা; এবং

৭. শিল্প কারখানায় ইতিবাচক শিল্প সম্পর্ক বজায় রাখা।